30-3-35

দেবদাস

চিত্রা

দেবদাস

চিত্রা

দেবদাস ঃ চরিত্র

দেবদাস	...	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
পার্ব্বতী	...	...	যমুনা
চন্দ্রমুখী	...	...	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	...	...	ক্ষেত্রবালা
চুনীলাল	...	...	অমর মল্লিক
ভূবন চৌধুরী	...	...	দীনেশ দাশ
ধর্ম্মদাস	...	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অন্ধ ভিখারী	...	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে
দ্বিজদাস	...	...	নির্ম্মল দাশগুপ্ত
জনৈক ভদ্রলোক	...	...	সায়গল
মহেশ	...	...	শৈলেন পাল
গাড়োয়ান	...	...	অহি সান্যাল
যশোদা	...	...	লীলা
জলদবালা	...	...	কিশোরী
বড়-বৌ	...	...	প্রভাবতী

দেবদাস

চিত্রশিল্পী :—	নীতিন বসুর তত্ত্বাবধানে— ইয়ুসুফ মুলজী দিলীপ গুপ্ত সুধীন মজুমদার
শব্দযন্ত্রী :—	লোকেন বসু শ্যামসুন্দর বিশ্বাস ননী মিত্র
সঙ্গীত পরিচালক :—	রাইচাঁদ বড়াল পঙ্কজ মল্লিক
ব্যবস্থাপক :—	অমর মল্লিক অনাথ মৈত্র বোকেন চট্টোপাধ্যায়
গান :—	বাণী কুমার
রসায়নাগারাধ্যক্ষ :—	সুবোধ গাঙ্গুলী
সম্পাদক :—	সুবোধ মিত্র
পরিচালক চিত্রনাট্যকার } :—	প্রমথেশ বড়ুয়া ফণি মজুমদার

তালসোনা পুর গ্রামের—
জমিদার নারায়ণ মুখুজ্জের ছেলে—দেবদাস ;
আর পড়্সী নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে—পার্ব্বতী।

* * * *

পিতা বলিলেন—"দেবা কল্‌কাতায় যাক—সেখানে থেকে ভাল করে পড়াশুনা করতে পারবে।"

* * * *

পার্ব্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—"দেবদা, তুমি বুঝি কল্‌কাতায় যাবে ?" দেবদাস বলিল—"আমি কিছুতেই যাবনা।" কিন্তু—দেবদাসকে কলিকাতা যাইতে হইল।

*　　*　　*　　*

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে দেখিয়া পার্ব্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেকবার চক্ষু মুছিল। বাল্যস্মৃতি বিজড়িত সেই সুখ দুঃখের কথা·····সেই হাসি কান্না, সেই মারামারি খেলাধুলোর কথা·····

*　　*　　*　　*

পার্ব্বতীর বিবাহের বয়স হইল। পারুর ঠাকুমা দেবদাসের

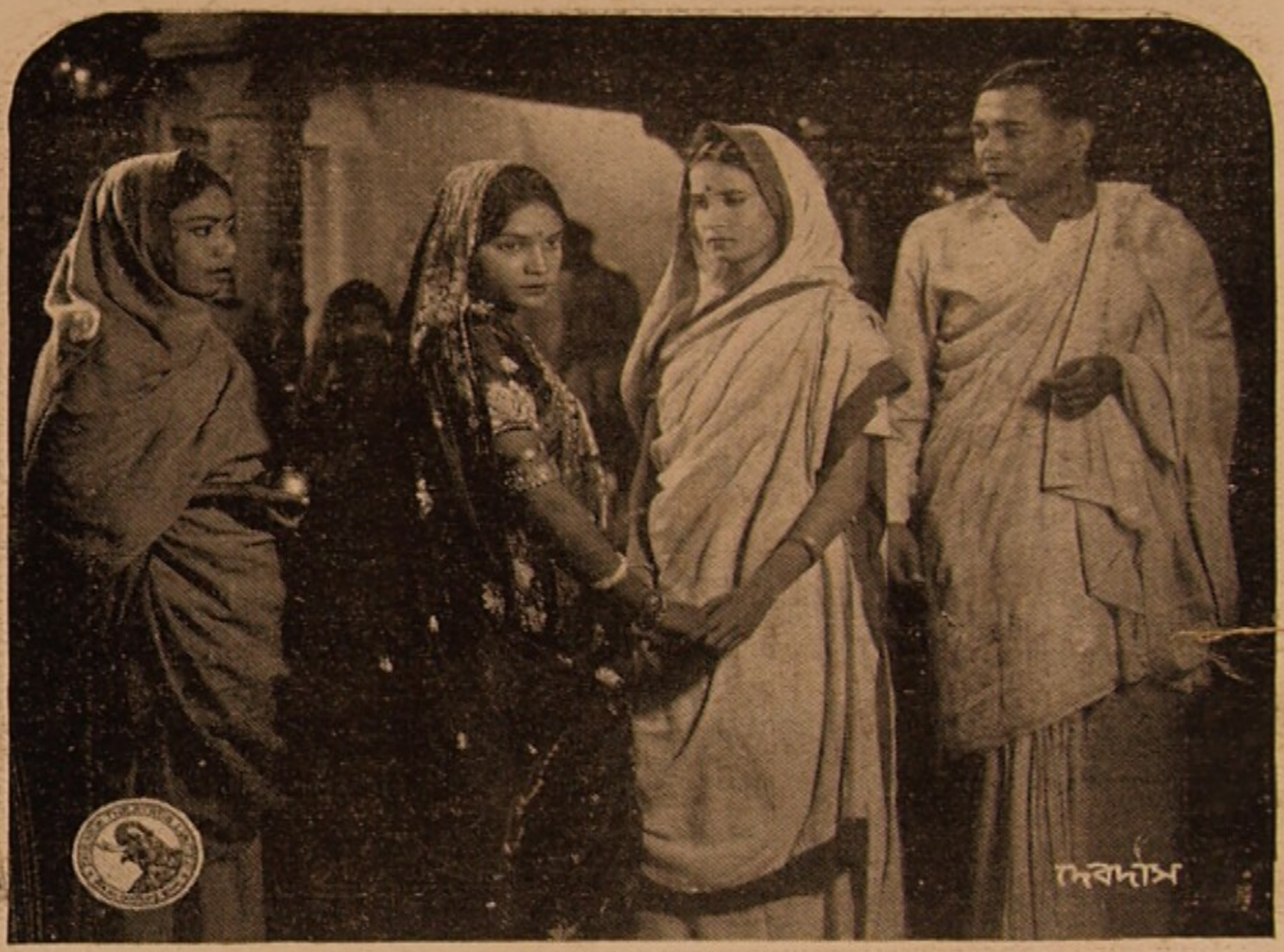

জননীর কাছে তাহাদের বিবাহের কথা পাড়িলেন। কিন্তু বেচাকেনা চক্রবর্ত্তী ঘরের মেয়ে ? কর্ত্তা বলিলেন—"কুলের কি মুখ হাসাব ?"

পার্ব্বতীর পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—"মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হয় না—বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুৎসিত নয়।"……

তাই বর্দ্ধমান জেলার এক গ্রামের জমিদার ভূবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বর দোজবরে—বড় বড় ছেলে মেয়ে—বয়স চল্লিশ—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! জমিদার—স্বচ্ছল অবস্থা—মেয়ে যে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে—

* * * *

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্ব্বতী নিঃশব্দে দেবদাসের ঘরে আসিয়া দেখিল দেবদাস নিদ্রিত। পার্ব্বতী দেবদাসকে জাগাইল.....দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—"কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?" পার্ব্বতী বলিল—"মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে"।

দেবদাস বলিল—"পারু—আমাকে ছাড়া কি তোর উপায় নেই?" পার্ব্বতী বলিল—"না"।

* * * *

দেবদাস বলিল—"চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।"

——"তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?"

"ক্ষতি কি, যদি দুর্ণাম রটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে"——

কিন্তু উপায় কিছু হইল না। দেবদাসকে কলিকাতা যাইতে হইল। আর পার্ব্বতীরও ভূবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

* * * *

জমিদার পুত্র—কলিকাতা—বন্ধু বান্ধব পার্ব্বতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার দুঃখ ভুলিতে মদ ধরিল। বন্ধু চুণীলাল অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমুখীর ঘর—চন্দ্রমুখী বারণ করে ; বলে, দেবদাস ! আর মদ খেওনা, সইতে পারবেনা।"

দেবদাস বলে—"সইতে পারবো বলে মদ খাইনে—এখানে আসব বলে মদ খাই……লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে এসে মাতাল হই।……

এমনি করে দেবদাসের দিন যায়। এদিকে পার্ব্বতী তাহার স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। এই ছোট্ট গৃহিণীর সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ভূবন বাবুর মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইয়া পড়ে—আহা! ভাল করিনি।

পার্ব্বতী বলে—"কি ভাল করনি গো?"—"ভাবছি তোমাকে এখানে সাজেনা—"। পার্ব্বতী হাসিয়া বলে—"খুব সাজে, আমাদের আবার সাজাসাজি কি?"

ছোট্ট বউটির আগমনে জমিদার ভূবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

* * * *

মানুষ চিরকাল থাকে না।.....দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই দ্বিজদাস ও বৌদিদি দেবদাসের অংশের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

*　　*　　*　　*

দেবদাসের সেই শয়ন-ঘর—রাত্রি সেই একটা। সেই পার্ব্বতী আবার আসিল। তাহার ছেলেবেলার সেই দেবদা'র দুর্গতি দেখিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি মদ খেতে শিখলে কেন, আর কতহাজার টাকার নাকি গয়না গড়িয়ে দিয়েছ" .....আরও বলিল—'দেবদা' আমি যে মরে যাচ্ছি—কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার আজন্মের সাধ—"

দেবদাসের চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—"একথা কখনো ভুলবো না—আমাকে যত্ন করলে যদি তোমার দুঃখ ঘোচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার-আগেও একথা আমার স্মরণ থাকবে।"

* * * *

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকি সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে যে তাহার বন্ধন কিছুই নাই। পার্ব্বতী! সে যে আজ পরস্ত্রী—তাহাকে যে সে জন্মের মত হারাইয়াছে! চন্দ্রমুখী?—না, তাহার ঘৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু মদকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই নিজের সমস্ত দুঃখ ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

* * * *

দিন যায়..... .....একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাস্তার উপর পড়িয়া আছে—গায়ে জ্বর, লীভারের ব্যথা—শরীর বুঝি আর চলে না। চন্দ্রমুখী তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিল, তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া দেবদাসকে আবার ভাল করিয়া তুলিল। চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে ভাল বাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া দেবদাস একদিন জিজ্ঞাসা করিল—"চন্দ্রমুখী, তুমি আমার কে, যে এত প্রাণপনে আমার সেবা করছ ?" চন্দ্রমুখী বলিয়া ফেলিল—"তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তাকি আজও বুঝতে পারোনি ?" দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—"তা পেরেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাইনা".....দেবদাস চলিয়া গেল।

* * * *

দেবদাস চলিয়াছে, দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সঙ্গে পুরাতন চাকর—তার ধর্ম্মদা। দেবদাসের শূন্য মন মাঝে মাঝে হাহাকার করিয়া উঠে—দেহের উপর যত্ন নাই, অত্যাচার অবসাদে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল—কালব্যাধি ধরিল।

মরণের পারে দাঁড়াইয়া দেবদাসের মনে পড়িল, পার্ব্বতীর কাছে তাহার প্রতিজ্ঞা। সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে যাইবে। .....দেবদাস তাই ফিরিল। সংসারে তার সবচেয়ে আপনার পার্ব্বতী। তাহারই কাছে পৌঁছিতে হইবে।

ট্রেন চলিয়াছে। দীর্ঘ পথ—সময় কম, তাই আরও সুদীর্ঘ মনে হয়। দেবদাসের মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।

ট্রেন হইতে গরুর গাড়ী আরও দুইদিন লাগিবে। দেবদাস গাড়ীর ভিতর অসাড়—অচেতন। মৃত্যুর করাল ছায়া তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সজ্ঞান হইয়া দেবদাস গাড়োয়ানকে বলিল—"ওরে, আর কত পথ? আর যে সময় নেই।"

সময় ছিলও না।

মরে সবাই.....দেবদাসও মরিল—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু

সে সময় যেন একটি করস্পর্শ—একফোঁটা চোখের জল—একটি করুণাদ্র স্নেহময় মুখ দেখিয়া সে মরিতে পারে——

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না !

আর পার্ব্বতী ?.....

গান

১। যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে।
অবোধ শিশুর মত বাণী বিশ্ব করে কানাকানি
বলে—"যেতে দিব না রে" প্রেমেরি গর্‌বে।
মরমের এই প্রার্থনা যে প্রকাশ করা শুধুই সাজে,
হার মানিবে বারে বারে আসবে সময় যবে।
বুক-ভরা সব স্নেহের বাঁধন তবু বিফল হ'বে॥
গভীর দুঃখ-ব্যথায় মগন নিখিল আকাশ ধরা
যতই চলি শুনি যেন ব্যাকুল করা সুরটী কেন
সেই পুরাতন বিপুল কাঁদন অসীম মায়ায় ভরা।
মানব-হৃদয় একতারাতে উঠ্‌চে ধ্বনি দিবস-রাতে
"যেতে নাহি দিব তোমায়"—অনাহত রবে।

২। আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চাঁদে।
প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বেঁধে গেলে ফাঁদে।
মনে পড়ে সেই দিঠি
অধরে চুম্বন মিঠি
বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কাঁদে।

৩। তুমি একলা ঘরে রও গো তোমার,
চেয়ে বিজন পথের পারে।
কোন্ ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে
দেখ্‌বে বলে হৃদয় দ্বারে।
কি যেন চাও বল্‌বে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা
থাকে সেগো অগম দেশে, মিছে অভিসারের চলা।
পথ যে সুদূর সব অচেনা,
বিফল প্রাণের লেনা-দেনা-রে।
ও যে অশ্রু-আঁখি রও একাকী আপন বাতায়নের ধারে।

৪। গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোল খানি।
ভোম্‌রা সম গুণ-গুনিয়ে শুনিয়ে যাবো প্রণয়-বাণী ॥
একটু তোমার পরশ লাগি পরাণ আমার হয় বিবাগী
পিয়াস জাগায় অধর তব দেয় কামনার খবর আনি ॥
কুঁড়ির বুকে গন্ধ যেমন কাঁদে সমীর মিলন তরে।
তোমায় যাচি বাসনা মোর আকুল আশায় কেঁদে
প্রেম যদি না দিলে প্রাণে আসবো তবে কিসের টানে।
তবু কেন চোখের কোণে হাসির খেলা—নাহি জানি ॥

৫। কাহারে যে জড়াতে চায় দুটী বাহুলতা।
কে শুনেছে মোর পরাণের নীরব আকুলতা।
নূপুর বলে নাচের তালে
বাঁধবো তারে প্রেমের জালে,
দুই অধরে শুনাবে যে
মদির-মিলন-কথা ॥
লতিয়ে দেব বুকের পরে
আলিঙ্গনের লতার ডোরে
আজকে বঁধু যৌবনেরি
জাগাও চপলতা ॥

৬। ওরে আমার কুঁচবরণ পরাণ-সখিরে ॥
চোখের পলক পড়ে না মোর তাহাই লখিরে ॥
আঁকা বাঁকা এ পথ ধরে চলচি দিবারাতি।
নিভ-নিভ হয়ে এলো এই জীবনের বাতি।
কান্নারি সুর হয়ে যায়রে যাহাই বকিরে।

৭। ও তোর মরণ যেদিন আসবে কাছে
পারের বাঁশী বাজবে কানে।
যেন বহে প্রাণে শান্তি ধারা
একটী ব্যাকুল অশ্রু-দানে।
তোর জীবনের কল্যাণী যে নাশে যেন বিষাদ-বিষে।
সহজ মনে যেন রে তুই পারিস যেতে দূরের পানে ॥
ওরে শূন্য বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চরম-ক্ষণে
ব্যথায় করুণ মুখখানি তোর ওঠে ভাসি চোখের কোণে
যেন ললাটে তোর পৌঁছে এসে স্নেহের-কর-পরশ-শেষে
ভরা তাহার হৃদয় পরাণ সুমুখে তোর যেন আনে।

PIONEER PRINTING [illegible]